বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব

ইউনিট ২

ভূমিকা

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব – বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের প্রাণ। বৌদ্ধদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনধারা এ দু'টি সত্ত্বাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এ নাম দু'টি কারো প্রদত্ত নয়। কেউ কাউকে এ নাম দিতেও পারেনা। জীবনচর্যার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। একাগ্র সাধনা ও কঠিন অধ্যবসায়ের দ্বারাই বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব এই দুই অবস্থানে উন্নীত হতে হয়। মানব জীবনে এগুলো সর্বোত্তম মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। এখানে বুদ্ধ বলতে সর্বজ্ঞানে পূর্ণতা অর্জনকারী পরম ব্যক্তিত্বকে বোঝায় এবং যিনি সর্বজ্ঞানে পূর্ণতা অর্জনের ব্রতাধীন হন তিনি বোধিসত্ত্ব। নিচে আমরা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ পাঠ -২.১ : বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পরিচয় পাঠ -২.২ : বুদ্ধের গুণাবলি পাঠ -২.৩ : বুদ্ধের প্রকারভেদ পাঠ -২.৪ : বোধিসত্ত্বের গুণাবলি পাঠ -২.৫ : বিবিধ বোধিসত্ত্ব পাঠ-২-৬ : বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পার্থক্য	একাগ্র সাধনা ও কঠিন অধ্যবসায়ের দ্বারাই বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব এই দুই অবস্থানে উন্নীত হতে হয়। মানব জীবনে এগুলো সর্বোত্তম মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। এখানে বুদ্ধ বলতে সর্বজ্ঞানে পূর্ণতা অর্জনকারী পরম ব্যক্তিত্বকে বোঝায় এবং যিনি সর্বজ্ঞানে পূর্ণতা অর্জনের ব্রতাধীন হন তিনি বোধিসত্ত্ব।

পাঠ-২.১ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব শব্দের উদ্ভব সম্পর্কে বলতে পারবেন
- বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**জাতিস্মর, পারমী, পরমার্থজ্ঞান, বুদ্ধাঙ্কুর, চতুরার্য্যসত্য, সর্ববিধ তৃষ্ণা, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।**

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পরিচয় :

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব শব্দ দু'টি একটি অপরটির পরিপূরক। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনে এ নাম দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দু'টি নামের অর্থ ও তাৎপর্য আমাদের ভালভাবে জানতে হবে। বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে সম্যকভাবে পরিচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এখানে 'বুদ্ধ' বলতে শুধু গৌতম নয়। শাস্ত্র মতে তাঁর আগেও অনেক বুদ্ধ ছিলেন। আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যে তাঁরা প্রায় এক। চরিত্রে অতুলনীয় গুণের আধার এই সকল বুদ্ধ । তেমনি বোধিসত্ত্বও। বুদ্ধত্ব অর্জনের সাধন প্রক্রিয়ায় তাঁরা নিবেদিত। এই দুই নামের স্বতন্ত্র পরিচয় ও গুরুত্ব রয়েছে।

বুদ্ধ

'বোধি' শব্দের অর্থ পরম জ্ঞান । 'বোধ' বা 'জ্ঞান' শব্দ থেকেই 'বোধি' শব্দের উদ্ভব। যিনি বোধিতে পূর্ণতা লাভ করেন তিনিই হন বুদ্ধ। তাই 'বুদ্ধ' শব্দের সরল অর্থ জ্ঞানী। তবে এই জ্ঞান সাধারণ বা শুধু জাগতিক জ্ঞান নয়। বহুবিধ বিষয়ের সমন্বিত জ্ঞান। বিশেষত চার আর্যসত্য অধিগত জ্ঞান। এরূপ জ্ঞানকে পরমার্থ জ্ঞানও বলা যায় । জাতিস্মর জ্ঞান ও পরচিত্ত অবগতি জ্ঞান এর অধীন। জাতিস্মর জ্ঞান হলো পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করতে পারা এবং পরচিত্ত অবগতি হলো অন্যের মানস ক্রিয়া জানতে পারার বোধশক্তি। এরূপ জ্ঞানশক্তি অর্জন অত্যন্ত দুর্লভ। কঠিন কঠোর ত্যাগ তিতিক্ষা ও গভীর একাগ্রতায় রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম এ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাই তিনি জগতে 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হয়েছেন। 'বুদ্ধ' মানবোত্তম এক অভিধা বিশেষ। সর্ববিধ তৃষ্ণাঞা বিনাশপূর্বক বিশুদ্ধ জ্ঞান সাধনায় পূর্ণতা সাধিত হলেই অভিধা অর্জিত হয়।

সুতরাং 'বুদ্ধ' শব্দের সাধারণ অর্থ জ্ঞানী হলেও এর অন্তর্নিহিত অর্থ আরও গভীর। এ জন্যই পৃথিবীর সব জ্ঞানী ব্যক্তি বুদ্ধ নন। বুদ্ধত্ব জ্ঞান অনন্য-অসাধারণ । এ জ্ঞান অতুলনীয়। কর্মের মাধ্যমেই এর পরিচয় মেলে। যেমন বুদ্ধ নিজের এবং অন্যের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যত বলতে পারতেন। কাকে, কখন এবং কীভাবে উপদেশ দেয়া উচিত তিনি তা জানতেন। বুদ্ধ রাগ, হিংসা ও লোভহীন এক মহোত্তম পুরুষ। তিনি অসীম জ্ঞানের অধিকারী, তাঁর জ্ঞানের পরিধিও অনন্ত। সাধারণ মানুষের সীমিত জ্ঞানের দ্বারা তা পরিমাণ করা যায় না। তিনি অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন।

জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব অত্যন্ত দুর্লভ। জন্ম-জন্মান্তরের অকৃত্রিম সাধনায় বুদ্ধত্ব অর্জিত হয়। বুদ্ধত্ব লাভের পথ সবার জন্য উন্মুক্ত হলেও সিদ্ধি লাভ দুরূহ। জগতে একজন বুদ্ধের অন্তর্ধানের বহুকাল পরে আর একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হওয়ার কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। নতুন বুদ্ধ আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী বুদ্ধের অনুশাসনই বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা অনুশীলন করে। যেমন এখন গৌতম বুদ্ধের অনুশাসন চলছে। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বুদ্ধত্ব অর্জনের সাধনা একটি অঙ্গীকারবদ্ধ পথ পরিক্রমার মতো। এটিকে পারমী পূর্ণতার পরিক্রমাও বলা যায়। জগতের অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম এই তিন লক্ষণ যিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে সমর্থ হন তিনিই বুদ্ধত্ব লাভে অগ্রসর হন। চতুরার্য সত্য উপলব্ধি করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনার দ্বারা যিনি সিদ্ধি লাভ করেন তাঁর পক্ষে বুদ্ধত্ব লাভ সম্ভব। এছাড়া বুদ্ধত্ব লাভের জন্য পূরণ করতে হয় দশ পারমী। পারমী অর্থ পূর্ণতা। দশ পারমী হলো- দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, ক্ষান্তি, বীর্য, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী, উপেক্ষা ও প্রজ্ঞা। পারমী, উপপারমী এবং পরমার্থ পারমী ভেদে এগুলো ত্রিশ প্রকার। এসব বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করা সহজসাধ্য নয়। সকল পারমী পূরণের জন্য প্রয়োজন জন্ম-জন্মান্তরের অসংখ্য কুশলকর্মের প্রভাব। এই প্রভাব বা পুণ্যফল অর্জনের জন্য তাঁকে অসংখ্যবার জন্ম নিতে হয়। শুধু মানবকূলে নয়, অন্যান্য প্রাণি হিসেবেও তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে হয়। এরূপ জন্মগ্রহণের ফলে তাঁকে অসংখ্য জন্ম-দুঃখের সাগর পাড়ি দিতে হয়। এভাবে বিবিধ জন্মে পারমী পূরণ করে অতীতে বহু বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছেন, ভবিষ্যতেও হবেন।

বোধিসত্ত্ব

'বোধিসত্ত্ব' বলতে দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধকারী সত্ত্বকে বোঝানো হয়। 'বোধি' ও 'সত্ত্ব' দু'টি শব্দের সমন্বয়ে 'বোধিসত্ত্ব' এর উদ্ভব। এখানে 'বোধি' অর্থ হলো জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। এই জ্ঞান যা দ্বারা মানুষের সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব হয়। আর 'সত্ত্ব' হলো সেজন, যিনি নিজেকে দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণে উৎসর্গ করতে সমর্থ হয়েছেন, বা মহৎ লক্ষ্য অর্জনে যিনি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। সে হিসেবে বলা যায় বোধি'র লালনকারি সত্ত্বই বোধিসত্ত্ব। জগতের সর্ব দুঃখের বিনাশ সাধনের জন্যে বুদ্ধত্ব লাভের প্রত্যয়ে বোধিসত্ত্ব পথ অনুশীলন করা হয়। তাই সাধারণ অর্থে বোধিসত্ত্ব হলো বুদ্ধত্ব লাভে অনুপ্রাণিত প্রজ্ঞাবান সত্ত্ব।

বোধিসত্ত্ব চেতনার উৎস জাগ্রত হয় সাধনকারির স্বতস্ফূর্ত অভিপ্রায় থেকে। কিন্তু আচরণ রীতি হয় অঙ্গীকারবদ্ধতায়। এটি আবেগ ও কৌতুহলের বিষয় নয়। চিন্তাশীল সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সচেতনভাবে আত্মনিবেদনের বিষয়। বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন মতে বহু জন্মের সুকৃতির ফল না থাকলে বোধিসত্ত্ব চেতনার উদ্ভব ঘটেনা। বোধিসত্ত্ব সাধনার পূর্ণতা অর্জিত হয় বুদ্ধত্ব লাভের মাধ্যমে। তাই বোধিসত্ত্বকে বলা হয় 'বুদ্ধাঙ্কুর'। এরূপ চেতনা অত্যন্ত বিরল ও দুর্লভ।

সারসংক্ষেপ :

'বুদ্ধ' শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থের ব্যাপ্তি ব্যাপক। সরল অর্থে 'বুদ্ধ' বলতে বোঝায় জ্ঞানী। এ জ্ঞান হলো অপরিমেয় জ্ঞান। জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব অত্যন্ত দুর্লভ। জন্মজন্মান্তরের 'বোধিসত্ত্ব' সাধনায় সর্বাত্মকভাবে উত্তীর্ণ হলেই বুদ্ধত্ব অর্জিত হয়। এখন গৌতম বুদ্ধের অনুশাসন চলছে। জগত কখনো বুদ্ধ শূন্য থাকে না। জগতের সর্ব সত্ত্বার দুঃখ, দুর্দশা, দুষ্কৃতি মোচনের জন্যই যুগে যুগে বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। আর বোধিসত্ত্ব বলতে দুঃখ, দুঃখ মুক্তির পথ অন্বেষণে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধকারী সত্ত্বকে বোঝানো হয়। জগতের সর্বদুঃখের বিনাশ সাধনের জন্যে বুদ্ধত্ব লাভের প্রত্যয়ে বোধিসত্ত্ব পথ অনুশীলন করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন শব্দ থেকে 'বোধি' শব্দের উদ্ভব ?
- ক. ধর্ম বা ধর্মবোধ
- খ. উচ্চতর ধর্ম বা উন্নততরধর্ম
- গ. 'বোধ' বা 'জ্ঞান'
- ঘ. 'জ্ঞান' বা 'প্রজ্ঞা'

২। 'বুদ্ধ' শব্দের সরল অর্থ কী ?
- ক. জ্ঞানী
- খ. গুণী
- গ. জ্ঞানময়ী
- ঘ. সর্বোত্তম গুণী

৩। বুদ্ধত্ব লাভের জন্য কয়টি পারমী পূরণ করতে হয় ?
- ক. পাঁচটি
- খ. দশটি
- গ. পনেরটি
- ঘ. পঁচিশটি

৪। বোধি'র লালনকারি সত্ত্বকে কী বলা হয় ?
- ক. জ্ঞান সত্ত্ব
- খ. বোধিসত্ত্ব
- গ. প্রজ্ঞা সত্ত্ব
- ঘ. সর্বোত্তম সত্ত্ব

উত্তরমালা : ১. গ, ২. ক, ৩. খ, ৪. খ

পাঠ-২.২ বুদ্ধের গুণাবলি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বুদ্ধের গুণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের গুণাবলি জানতে পারবেন।
- বুদ্ধের সাধনা লাভের পথ বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর, পুরিসদম্ম সারথী, দেবমনুস্সানং, বুদ্ধভগবা, শ্রোতাপত্তি, সকৃতাগামী, অনাগামী।**

বুদ্ধের গুণাবলিসমূহ :

বুদ্ধের গুণ অসীম ও অনন্ত। এই বিশাল গুণারাশি একসাথে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এগুলোকে শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন করলে নয়টি পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। সে হিসেবে বলা যায় বুদ্ধের গুণ নয়টি। যেমন:

১. তিনি অরহত (সর্ববিধ অরি বা শত্রুশূন্য মুক্ত মহাপুরুষ)
২. তিনি সম্যকসম্বুদ্ধ (সর্ব বিষয় সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন)
৩. তিনি বিদ্যা ও আচরণসম্পন্ন (অনুশীলনীয়তত্ত্ব ও উপযুক্ত আচরণ জ্ঞানসম্পন্ন)
৪. তিনি সুগত (নির্বাণরূপ সুস্থানে সুন্দরভাবে পৌঁছেছেন)
৫. তিনি লোকবিদ (ত্রিলোক বিষয়ে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন)
৬. তিনি অনুত্তর (শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাগুণের সর্বোচ্চস্থানের অধিকারি)
৭. তিনি পুরিসদম্ম সারথী (সর্ববিধ অশুভ শক্তির দমনকারী)
৮. তিনি সত্থা দেবমনুস্সানং (দেব ও মনুষ্যগণের শিক্ষক ও পথ প্রদর্শক)
৯. তিনি বুদ্ধোভগবা (সর্ববিধ জ্ঞানের পূর্ণতায় তিনি বুদ্ধ, সেই সমূদয় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের আধার বলে তিনি ভগবান)

বুদ্ধের উপরিউক্ত গুণসমূহ অর্জন সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি এই গুণরাশির গুরুত্ব উপলব্ধি করাও কঠিন। বুদ্ধ গুণাবলির যে কোনো একটি গুণ যাঁর পক্ষে অর্জন সম্ভব, কেবল তিনিই এই গুণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। এ জন্যেই বলা হয় বুদ্ধগুণ অচিন্তীয়।

বুদ্ধের গুণাবলির পর্যায়

উপরে বর্ণিত নয়টি গুণাবলির আবার বিবিধ পর্যায় বা স্তর রয়েছে। প্রত্যেকটি স্তর বহুবিধ বিষয়ে সমন্বিত ও সমৃদ্ধ। যেমন: অরহত বা সর্ববিধ শত্রু শূন্য বলতে আট পর্যায়ের সমাধি চর্চায় উত্তীর্ণ হওয়াকে বোঝায়। রাগ, দ্বেষ, মোহ ও তৃষ্ণাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে এগুলো ক্রমান্বয়ে অনুশীলন করতে হয়। এই ক্রমিক সাধনরীতির প্রতিটি পর্যায়ের অর্জিত সুফলকেও সচেতনতার সাথে সুরক্ষা করতে হয়। সাধন চর্যা ও চর্যায় উন্নীত চিত্তাবস্থাকে স্থিত রাখতে পারলেই পরবর্তী পর্যায়ের অনুশীলন করা যায়। এভাবে দীর্ঘদিনের সাধনায় এক একটি স্তর অতিক্রম সম্ভব হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে এই সাধন প্রক্রিয়াকে মার্গ ও ফল লাভের সাধনা বলা হয়। মার্গ শব্দের অর্থ হলো 'পথ' বা ধারা। অর্থাৎ সাধনার পথ। এগুলো হলো : ১. শ্রোতাপত্তি–মার্গ ২. শ্রোতাপত্তি–ফল, ৩. সকৃতাগামী–মার্গ, ৪. সকৃতাগামী–ফল, ৫.অনাগামী–মার্গ, ৬.

অনাগামী–ফল, ৭.অরহত–মার্গ, ৮. অরহত–ফল। সুতরাং , অরহত বলতে আট স্তরের উচ্চতর সাধন প্রক্রিয়ার পূর্ণতাকে বোঝায়। এ স্তরে উন্নীত সাধকই হলো সর্বজয়ী ব্যক্তিত্ব।

উপরে উল্লিখিত 'সম্যকসম্বুদ্ধ' শব্দটির অর্থ হলো স্বউদ্যোগে আর্যসত্যকে সম্যক প্রকারে স্বয়ং জ্ঞাত হওয়া বোঝায়। এজন্য সাধনকারীকে সত্য–কৃত্য–কৃত এই ত্রিপর্ব বা তিন স্তরের জ্ঞান মহিমায় সম্পূর্ণতা অর্জন করতে হয়। এগুলো হলো যা জানা অপরিহার্য তা তিনি জেনেছেন, যেমন আর্যসত্য জ্ঞান। যা চিন্তা করার যোগ্য তা তিনি চিন্তা করেছেন সে অনুযায়ী নিজেকে প্রয়োজনীয় সকল কর্মে বা কৃত্যে যুক্ত করে স্বয়ং ভাবে জ্ঞান অর্জন করেছেন। এছাড়া যা ত্যাগ করার যোগ্য তা তাঁর দ্বারা সযত্নে ত্যাগকৃত। এতে তিনি তৃষ্ণাহীন বিশুদ্ধ মহাপুরুষ হয়েছেন। এভাবে বুদ্ধগুণের প্রত্যেক স্তরে অনুরূপ বহু বিষয় জড়িত। তাই বলা হয় বুদ্ধ গুণ অসীম, অবর্ণনীয় ও অচিন্তনীয়।

সারসংক্ষেপ :

বুদ্ধের গুণ অসীম ও অনন্ত। সে অনন্ত গুণসমূহকে নয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এ গুণসমূহ সাধারণের পক্ষে অর্জন সম্ভব নয়। এমনকি এই গুণরাশির গুরুত্ব উপলব্ধি করাও কঠিন। বুদ্ধ গুণাবলির যে কোনো একটি গুণ যাঁর পক্ষে অর্জন সম্ভব, কেবল তিনিই এই গুণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। এ জন্যেই বলা হয় বুদ্ধ গুণ অচিন্তীয়। এরুপ গুণরাশির অধিকারী বলেই বুদ্ধকে সর্বজ্ঞতাও বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বুদ্ধের গুণ কয়টি ?

ক. সাতটি খ. আটটি

গ. নয়টি ঘ. পনেরটি

২। মার্গ শব্দের অর্থ কী ?

ক. বিবেক খ. জ্ঞান

গ. প্রতিজ্ঞা ঘ. পথ

৩। স্বউদ্যোগে আর্যসত্যকে সম্যক প্রকারে জ্ঞাত হওয়ার নামই-

ক. অরহত খ. সম্যকসম্বুদ্ধ

গ. প্রত্যেক বুদ্ধ ঘ. ভাবিবুদ্ধ

উত্তরমালা : ১. গ, ২. ঘ, ৩. খ

পাঠ-২.৩ বুদ্ধের প্রকারভেদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বুদ্ধের প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- বুদ্ধের বিবিধ সাধন প্রণালী সম্পর্কে বলতে পারবেন

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**সম্মাসম্মুদ্ধ, পচ্চেক বুদ্ধ, সাবক বুদ্ধ, বুদ্ধবংস, সবার্থ সাধক, শ্রাবক-শ্রাবিকা, সর্বতৃষ্ণা, বিমুক্ত।**

বুদ্ধের প্রকারভেদ :

অনন্তকালের সাধনায় বুদ্ধত্ব অর্জন হয়। বুদ্ধত্ব লাভাকারীগণ নানাধারা বা প্রণালীতে এ পথের সাধনা করেন। সাধনার প্রণালী অনুসারে বুদ্ধগণেরও বিবিধ নাম হয়। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে তিন প্রকার বুদ্ধের কথা বলা হয়েছে।যথা

১. সম্মাসম্মুদ্ধ বা সম্যক সম্বুদ্ধ।
২. পচ্চেকবুদ্ধ বা প্রত্যেক বুদ্ধ।
৩. সাবকবুদ্ধ বা শ্রাবক বুদ্ধ।

এখন আমরা এ তিন প্রকৃতির বুদ্ধ সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব।

সম্যক সম্বুদ্ধ

বুদ্ধগণের মধ্যে সর্বোত্তম হলো 'সম্যক সম্বুদ্ধ'। 'সম্যকসম্বুদ্ধ' বলতে কোনো গুরু ছাড়া নিজ আদর্শ ও কর্মের ভিত্তিতে নিরলস প্রচেষ্টায় সর্বোত্তম জ্ঞানের অধিকারি হওয়াকে বোঝায়। সম্যকসম্বুদ্ধগণ জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় দশ পারমী পূর্ণ করেন। শেষ জন্মে মানবকূলে উপযুক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বের অনন্ত জন্মের সুকর্মের প্রভাবে এ জন্মে তিনি অর্হত্ব ফল বা সর্বজ্ঞতা অর্জন করে বুদ্ধ হন। সম্যকসম্বুদ্ধগণ শুধু নিজের জন্য বুদ্ধ হন না। তাঁরা জগতের সর্বসত্ত্বার পরম মুক্তির দ্বার উন্মোচনের ব্রত নিয়েই বুদ্ধ হন। এজন্যে সকল জীবের কল্যাণে তাঁরা দুঃখ মুক্তির পথ ও নির্বাণ লাভের উপায় প্রচার করেন।

বৌদ্ধ মতে, জগতে সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব অতীব দুর্লভ। একই সময়ে পৃথিবীতে দু'জন সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে না। একজন সম্যকসম্বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভ করার হাজার হাজার বছর পর অন্য এক সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। সে অনুযায়ী পৃথিবীতে এ পর্যন্ত আটাশ জন সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাবের কথা জানা যায়। এ আটাশ জন বুদ্ধের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র নাম রয়েছে।

'বুদ্ধবংস' নামক গ্রন্থে বুদ্ধগণের এ তথ্য পাওয়া যায়। গ্রন্থটির বিবরণ অনুযায়ী গৌতম বুদ্ধই হলেন সর্বশেষ সম্যকসম্বুদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা আড়াই হাজার বছরেরও আগে থেকে গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম পালন করে আসছেন। তারই প্রতিমূর্তি অথবা ছবি সামনে রেখে বৌদ্ধেরা উপাসনা করেন। কারণ সর্বশেষ সম্যকসম্বুদ্ধ রূপে তিনি মানুষের দুঃখমুক্তি ও তৃষ্ণাক্ষয়ের পথ প্রদর্শন করেছেন। নির্বাণ লাভের উপায় নির্দেশ করে গেছেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আর্য মৈত্রেয় নামে আর একজন সম্যকসম্বুদ্ধ ভবিষ্যতে পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। এভাবে সময়ের স্রোতে দশ পারমী পূর্ণ করে অনন্ত কালের ব্যবধানে এক একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়।

প্রত্যেকবুদ্ধ

প্রত্যেকবুদ্ধ হলো আত্মমুক্তি সাধনায় পূর্ণতা অর্জনকারী বিমুক্ত মহাপুরুষ । তাঁরা সম্যকসম্বুদ্ধের দেশিত সাধন পথের পরিক্রমায় সর্বতৃষ্ণা ক্ষয় করে মুক্ত চিত্তের অধিকারী হন। এভাবে আপন সাধনা বলে অর্হত্ব ফল লাভ করে তাঁরা বুদ্ধ হন। প্রত্যেকবুদ্ধগণ জীবনাবসানে নির্বাণ লাভ করে পুনর্জন্ম রোধ করেন। প্রত্যেক বুদ্ধগণের সাধনালব্ধ জ্ঞান কেবল নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁরা অন্যদের মুক্তি পথের সন্ধান দিতে পারেন না।

প্রত্যেকবুদ্ধগণ মূলত সম্যক সম্বুদ্ধের অনুগামী বুদ্ধ। সম্যকসম্বুদ্ধের নির্দেশিত পথের সর্বার্থসাধক হয়ে সর্বসিদ্ধি লাভ করে তাঁরা প্রত্যেকবুদ্ধ স্তরে উন্নীত হন। অর্হত্ব ফললাভী এবং নির্বাণগামী এরূপ অসংখ্য প্রত্যেক বুদ্ধ পৃথিবীতে অবিরত উৎপন্ন হয় এবং হচ্ছেন। এজন্য বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন জগৎ অর্হৎ বা বুদ্ধশূন্য নয়। সম্যকসম্বুদ্ধগণের মতো প্রত্যেকবুদ্ধগণ সরব নয়। তাঁরা নিরবে নিবৃতে আপন বিমুক্তি অর্জন ও রক্ষায় একান্তভাবে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন।

শ্রাবক বুদ্ধ

শ্রাবকবুদ্ধ হলো সম্যকসম্বুদ্ধের অনুশাসন অনুশীলনে পারঙ্গম পুণ্যপুরুষ। একজন সম্যকসম্বুদ্ধের অনেক শিষ্য থাকেন। এই শিষ্যদেরও অনেক শিষ্য থাকেন। এসব শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ সম্যকসম্বুদ্ধের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে মুক্তি সাধনায় রত থাকেন। এঁদের মধ্যে অনেকে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। অর্হত্ব ফল লাভ করার অর্থ দুঃখময় সংসারে পুন জন্মগ্রহণকে নিরোধ করা। তাঁরা আর এ জগতে জন্মে নেবেন না। তাঁরা নির্বাণগামী। এরূপ পারঙ্গম বিমুক্ত পুরুষকে বলা হয় শ্রাবক বুদ্ধ। সম্যকসম্বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন অনুশীলনের শীর্ষে অবস্থান করেন শ্রাবকবুদ্ধগণ। প্রত্যেক সম্যকসম্বুদ্ধের অনুসারীদের মধ্যে শ্রাবকবুদ্ধ থাকেন। গৌতম বুদ্ধের অনেক শিষ্য শ্রাবক বুদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন, মহাকাশ্যপ, বিনয়ধর উপালি, ধর্ম ভান্ডারিক আনন্দ, লাভীশ্রেষ্ঠ সীবলী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বুদ্ধের সময় অনেক শ্রাবক-শ্রাবিকা এরূপ শ্রাবক বুদ্ধ ছিলেন। তাঁরা বুদ্ধ ও জীবজগতের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন এবং অন্য দিকে নির্বাণলাভে সহায়তা করেন। এখানে তিন প্রকার বুদ্ধ সম্পর্কে আমরা জানলাম। পরবর্তী পাঠে আমরা বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো।

সারসংক্ষেপ :

বুদ্ধত্ব লাভের সাধনা অত্যন্ত কঠিন কঠোর। বুদ্ধত্বের সাধনাকারীগণ নানা ধারায় এ পথের সাধনা করেন। সাধনায় পূর্ণতা অর্জন করলেই বুদ্ধত্বে উপনীত হওয়া সম্ভব। সাধন প্রণালী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই বুদ্ধত্ব লাভোত্তর তাঁদের অনুসৃত সাধন প্রণালী অনুসারে বুদ্ধগণের বিবিধ নাম হয়। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে তিন প্রকার বুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। তাঁরা হলেন সম্যক সম্বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ ও শ্রাবক বুদ্ধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে কত প্রকার বুদ্ধের কথা বলা হয়েছে ?
ক. এক প্রকার খ. দুই প্রকার
গ. তিন প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার

২। 'বুদ্ধবংস' নামক গ্রন্থে কতজন বুদ্ধের কথা আছে ?
ক. পাঁচ জন খ. দশ জন
গ. আটার জন ঘ. আটাশ জন

৩। পৃথিবীর ভবিষ্য সম্যকসম্বুদ্ধের নাম কী ?
ক. গৌতমবুদ্ধ খ. মৈত্রেয়বুদ্ধ
গ. মেধঙ্করবুদ্ধ ঘ. শ্রাবকবুদ্ধ

উত্তরমালা : ১. গ, ২. ঘ, ৩. খ

পাঠ-২.৪ বোধিসত্ত্বের গুণাবলি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বোধিসত্ত্বের গুণাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বোধিসত্ত্বের বিবিধ সাধন প্রণালী সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**সত্য, ন্যায়, ত্যাগ, পরহিতব্রত, সর্বসত্ত্বার কল্যাণকামী।**

বোধিসত্ত্বের গুণাবলি :

বোধিসত্ত্বের পরম গুণ হলো দশ পারমীর পূর্ণতা সাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। এটি বোধিসত্ত্বের অনুশীলনীয় মুখ্য বিষয় বা মূলকর্ম। এগুলোকে বোধিসত্ত্ব সাধনার প্রধান গুণ বলা হয়। এ পারমীসমূহ চর্চার ফলে বোধিসত্ত্বের জীবনাচরণে স্বাভাবিকভাবে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। যা অন্য মানবসত্ত্বা থেকে বোধিসত্ত্বকে অনন্য অসাধারণ করে তোলে। এই অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহই হলো বোধিসত্ত্বের গুণ।

বোধিসত্ত্ব গুণ হঠাৎ সৃষ্টি হয় না। বোধিসত্ত্ব সাধনার ক্রমধারায় ধাপে ধাপে এগুলো অর্জিত হয়। যেমন বোধিসত্ত্ব চেতনা সকলের অন্তরে বিরাজমান হলেও সকলেই বোধিসত্ত্বের পদবাচ্য নয়। যিনি বুদ্ধত্ব লাভে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে পারমী পূর্ণতার সাধনায় প্রত্যয়াবদ্ধ হয়েছেন, তিনিই প্রকৃত অর্থে বোধিসত্ত্ব। তেমনি পারমী পূর্ণতার অভিপ্রায়ে যে চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী হওয়া যায় সেগুলোই হলো বোধিসত্ত্বের গুণ।

বোধিসত্ত্বের অনুশীলন অনন্ত জীবনের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। জন্ম পরম্পরায় এটি অনুশীলন করতে হয়। বোধিসত্ত্ব জীবন লাভের জন্য কিছু গুণ অর্জন করতে হয়। এগুলো এক জন্মের সাধনায় শেষ করা যায় না। এর জন্য জন্ম জন্মান্তরের অব্যাহত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এরূপ নিরবিছিন্ন কর্ম প্রচেষটার মাধ্যমেই বোধিসত্ত্ব গুণের অধিকারি হতে হয়। বোধিসত্ত্ব গুণ নিম্নরূপ :

১. বোধিসত্ত্ব 'সর্ব বিষয় অনিত্য'এ ধারণাকে জীবনাচারের সর্বোচ্চ সত্য হিসেবে গ্রহণ করেন।
২. তথাগত বুদ্ধের দর্শনকেই বোধিসত্ত্বরা একমাত্র পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে সর্বসত্ত্বার কল্যাণকামী হন।
৩. স্বকৃত কর্মকেই জন্ম জন্মান্তরের সঙ্গী হিসেবে বোধিসত্ত্বরা গ্রহণ করেন। তাই নিঃস্বার্থ, নির্মোহ কর্মশীলতা বোধিসত্ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
৪. বোধিসত্ত্বের একমাত্র লক্ষ্য বুদ্ধত্বলাভ। নাম, যশ, খ্যাতি নিয়ে তাঁরা চিন্তা করেন না।
৫. বোধিসত্ত্বগণ জীবন বিসর্জন দিতে পারেন, কিন্তু সত্য সাধনা হতে বিচ্যুত হন না।
৬. বোধিসত্ত্বগণ সত্য,ন্যায় ও ত্যাগ– এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলনে বদ্ধপরিকর হন।
৭. বোধিসত্ত্ব পথের সাধক সর্বদা জগত ও সর্ব সত্ত্বার কল্যাণ কামনা করেন। তাঁর কাছে আপন–পর ভেদাভেদ নাই।
৮. বোধিসত্ত্ব মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার সর্বোত্তম অনুশীলনকারি হন।
৯. বোধিসত্ত্বগণ দশ পারশী অনুশীলনে অঙ্গীকারবদ্ধ হন।
১০. বোধিসত্ত্ব সাধনা একটি স্বতস্ফূর্ত সাধনা, বোধিসত্ত্বগণ আপন চেতনা বলে বলীয়ান হয়ে নিজ চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হন।

উপরিউক্ত দশটি হলো বোধিসত্ত্বের উত্তম আচরণীয় গুণ। এ গুণরাশি ছাড়াও বোধিসত্ত্বগণ নির্মল চিত্তের অধিকারি হিসেবে বহুবিধ গুণ সমষ্টিতে সমৃদ্ধ হন। উপরে শুধুমাত্র উল্লেখযোগ্য আচরণীয় ও বিরল গুণ বৈশিষ্ট্যসমূহকে তোলে ধরা হলো।

সারসংক্ষেপ :

পরম গুণ সম্পন্ন না হলে বোধিসত্ত্ব জীবন লাভ সম্ভব নয়। বোধিসত্ত্বের একমাত্র লক্ষ্য বুদ্ধত্বলাভ। এ লক্ষ্য অর্জনে তাঁকে দশ পারমীর পূর্ণতা সাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হয়। এটিই হলো বোধিসত্ত্বের প্রধান গুণ। বোধিসত্ত্বকে প্রধান গুণের সাথে কিছু আচরণীয় গুণেরও অনুশীলন করতে হয়। পরহিতব্রত ও সর্বসত্ত্বার কল্যাণ কর্মকে প্রাধান্য দিয়ে দশটি উত্তম আচরণীয় গুণের অধিকারী হতে হয়। এগুলোকেই বোধিসত্ত্বের প্রধান গুণ ও উত্তম আচরণীয় গুণ বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বোধিসত্ত্বের মূল অনুশীলনীয় কর্ম কী ?
ক. পারমীর অনুশীলন খ. পারমীর অনুধাবন
গ. দশ পারমীর পূর্ণতা সাধন ঘ. দশ পারমীর সাধন করণ

২। বোধিসত্ত্বের অনুশীলন অনন্ত জীবনের একটি -
ক. মেয়াদী প্রক্রিয়া খ. ধারাবাহিক প্রক্রিয়া
গ. সাধারণ প্রক্রিয়া ঘ. অসাধারণ প্রক্রিয়া

৩। বোধিসত্ত্বের উত্তম আচরণীয় গুণ কয়টি ?
ক. দশটি খ. পনেরটি
গ. পঁচিশটি ঘ. ত্রিশটি

উত্তরমালা : ১. ক, ২. খ, ৩. ক

পাঠ-২.৫ বিবিধ বোধিসত্ত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিবিধ প্রকারের বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিবিধ বোধিসত্ত্বের বিবিধ সাধন প্রণালী ব্যাখ্যা বলতে পারবেন

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**চরম আত্মত্যাগ, বোধিসত্ত্ব চর্যা, বোধিচিত্ত, প্রজ্ঞাধিক, শ্রদ্ধাধিক, বীর্যাধিক।**

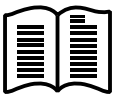

বোধিসত্ত্বের প্রকারভেদ :

বোধিসত্ত্ব সাধনা অত্যন্ত দুষ্কর। কঠিন, কঠোর তপস্যা ও চরম আত্মত্যাগের দৃঢ় চেতনায় প্রত্যায়াবদ্ধ হয়েই এ পথে যাত্রা করতে হয়। মানুষ সহজে বোধিসত্ত্ব চর্যা অনুশীলন করতে পারে না। কারণ মানুষের সহজাত স্বার্থ চিন্তা মানুষকে সহজ প্রাপ্তির দিকে ধাবিত করে। পরম মুক্তির কথা মানুষ ভাবতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম মতে বোধিসত্ত্ব সাধনায় অনুগামীদের সাধন প্রণালী ভেদে তিন শ্রেণির বোধিসত্ত্ব আছে। যথা:

ক. শ্রাবক বোধিসত্ত্ব

খ. প্রত্যেক বোধিসত্ত্ব

গ. সম্যক সম্বোধিসত্ত্ব

শ্রাবকবোধিসত্ত্ব : এখানে শ্রাবক অর্থে শ্রবণকারী, শ্রোতা, শিষ্য বা শ্রদ্ধানুরাগে অনুপ্রাণিত হয়ে বোধিজ্ঞান লাভার্থীকে বোঝানো হয়। এরূপ বোধিসত্ত্ব সাধনার উৎস শ্রবণ বা দর্শন থেকে হলেও আবেগ তাড়িত নয়। স্থির সিদ্ধান্ত প্রসূত। গৌতম বুদ্ধের শিষ্য–প্রশিষ্যগণ যাঁরা জ্ঞানমার্গের সাধনা ব্রতে রত ছিলেন তাঁদের শ্রাবক বোধি চিত্তের অধিকারী বলা হয়। এই স্তরের সাধন মার্গের পূর্ণতায় তারা শ্রাবক বুদ্ধ নামেই খ্যাত হয়। যেমন- বুদ্ধের সময়ের শ্রাবকবুদ্ধ ছিলেন শারিপুত্র, মোদ্‌গলায়ন প্রমুখ।

প্রত্যেকবোধিসত্ত্ব: স্ব-উদ্যোগে ও স্বাধীনভাবে স্ব-শাসিত বা কোনো গুরুর অধীন না হয়ে বোধিজ্ঞান লাভের সাধনায় আত্মনিয়োজিত হওয়াকেই প্রত্যেকবোধি বলে। প্রত্যেক বোধি চেতনা অনুযায়ী সাধক বোধিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীন গুণে গুণান্বিত হলেও তাঁরা নিজ গুণ প্রভায় অন্যকে প্রভাবান্বিত করতে পারেন না। এই স্তরের বোধিচিত্তানুসারীগণ সাধনার পূর্ণতায় প্রত্যেকবোধিসত্ত্ব নামেই খ্যাত হয়। বুদ্ধের অনেক শিষ্যই এই স্তরের ছিলেন।

সম্যকসম্বোধিসত্ত্ব : বোধিসত্ত্ব সাধনার সর্বোত্তম প্রক্রিয়া এটি। সর্বসত্ত্বার কল্যাণব্রত নিয়ে বোধিচিত্ত সাধনার অনুসরণকারিকে সম্যকসম্বোধিসত্ত্ব বলে। এই স্তরের বোধিচিত্তানুসারীগণ সাধনার পূর্ণতায় সম্যকসম্বুদ্ধ নামেই খ্যাত হয়। যেমন গৌতম বুদ্ধ একজন সম্যকসম্বুদ্ধ। এ ধারার বোধিচিত্ত সাধনকারীগণ সর্বজীবের মুক্তির মাধ্যমেই নিজের মুক্তি প্রত্যাশা করেন। এভাবেই তাঁরা পারমী কৃত্য অনুশীলন করেন।

আবার সাধনা ব্রতের উৎস বিচারেও বোধিসত্ত্বকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ কোন প্রেক্ষিতে কীভাবে বোধিচিত্ত বা বোধিসত্ত্ব সাধনার উদ্ভব হলো সে উৎসের ভিত্তিতেও বোধিসত্ত্ব তিন প্রকার। যথা :

১. প্রজ্ঞাধিক বোধিসত্ত্ব
২. শ্রদ্ধাধিক বোধিসত্ত্ব
৩. বীর্যাধিক বোধিসত্ত্ব

প্রজ্ঞাধিক বোধিসত্ত্ব– যে বোধিসত্ত্ব লক্ষ্য অর্জনে প্রজ্ঞা সাধনাকে সর্বাগ্রে স্থান দেয় তাঁকে প্রজ্ঞাধিক বোধিসত্ত্ব বলে। এ স্তরের বোধিসত্ত্বগণ প্রজ্ঞা পারমীর চরম অনুশীলনের মাধ্যমে স্ব–চিত্তকে নিয়ন্ত্রণে এনে ক্রমে অন্য পারমীর পূর্ণতা সাধন করেন। এরূপ বোধিসত্ত্বগণ সর্বক্ষেত্রে বিশ্লেষণধর্মী হয়। প্রজ্ঞালোকে প্রত্যেকটি বিষয় অনুধ্যান করে তাঁরা আচরণ করেন। অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে তাঁরা স্বীয় পথ পরিক্রমায় অগ্রসর হন।

শ্রদ্ধাধিক বোধিসত্ত্ব– যে বোধিসত্ত্ব লক্ষ্য অর্জনে শ্রদ্ধাকেই সর্বাগ্রে স্থান দেয় তাঁকে শ্রদ্ধাধিক বোধিসত্ত্ব বলে। এ স্তরের বোধিসত্ত্বগণ কোনো বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল হয়ে, সে শ্রদ্ধাশীলতার মাধ্যমেই ক্রমে সকল পারমীর পূর্ণতা সাধন করেন। শ্রদ্ধাধিক বোধিসত্ত্বগণ নিবেদিত প্রাণ সাধক হয়। তাঁরা শ্রদ্ধাশীল চিত্তে একবার যে আদর্শকে গ্রহণ করেন আমৃত্যু সে ব্রত পূরণে প্রত্যয়াবদ্ধ থাকেন।

বীর্যাধিক বোধিসত্ত্ব– যে বোধিসত্ত্ব লক্ষ্য অর্জনে কর্ম প্রচেষ্টাকেই সর্বাগ্রে স্থান দেয় তাঁকে বীর্যাধিক বোধিসত্ত্ব বলে। এ স্তরের বোধিসত্ত্বগণ বীর্য পারমী'র চরম অনুশীলনের মাধ্যমে স্ব–চিত্তকে নিয়ন্ত্রণে এনে ক্রমে অন্য পারমীর পূর্ণতা সাধন করেন।
বীর্যাধিকবোধিসত্ত্বগণ কঠিন সাধনা ব্রতের অনুরাগী হয়। নিজের জীবনের বিনিময়ে তাঁরা কঠিন কঠোর সাধন চর্যায় পারঙ্গমতা অর্জনে ব্রতী হয়। তাঁদের বীর্যবত্তার প্রকাশ ঘটে নিজেকে সুনিয়ন্ত্রণের আত্মশক্তির মাধ্যমে।

সকল প্রকার বোধিসত্ত্বের সাধনার মূল উদ্দেশ্য এক। সেটি হলো বুদ্ধত্ব অর্জন করা। বুদ্ধত্ব লাভের পর বোধিসত্ত্বকালীন অনুশীলিত সাধন রীতি অনুসারে সেই বুদ্ধের নামকরণ হয়। যথা শ্রাবকবোধিসত্ত্ব থেকে শ্রাবকবুদ্ধ, প্রত্যেক বোধিসত্ত্ব থেকে প্রত্যেকবুদ্ধ, সম্যকসম্বোধিসত্ত্ব থেকে সম্যকসম্বুদ্ধ।

সারসংক্ষেপ

সাধন প্রণালী ভেদে বোধিসত্ত্ব তিন প্রকার। সে গুলো হলো শ্রাবকবোধিসত্ত্ব, প্রত্যেক বোধিসত্ত্ব ও সম্যক - সম্বোধিসত্ত্ব। আবার সাধনা ব্রতের উৎস বিচারেও বোধিসত্ত্বকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। সে তিন শ্রেণির বোধিসত্ত্ব হলো প্রজ্ঞাধিক বোধিসত্ত্ব, শ্রদ্ধাধিক বোধিসত্ত্ব ও বীর্যাধিক বোধিসত্ত্ব। নানা পদ্ধতি বা প্রণালীর মাধ্যমে বোধিসত্ত্ব সাধনার প্রক্রিয়া চললেও এগুলোর লক্ষ্য অভিন্ন। সকল প্রকার বোধিসত্ত্বের সাধনার মূল উদ্দেশ্য এক। সেটি হলো বুদ্ধত্ব অর্জন করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রণালী ভেদে বোধিসত্ত্ব কত প্রকার ?

ক. তিন প্রকার খ. পাঁচ প্রকার
গ. ছয় প্রকার ঘ. সাত প্রকার

২। প্রজ্ঞাধিক বোধিসত্ত্বগণ সর্বক্ষেত্রে কী হয় ? ।

ক. বিশ্লেষণধর্মী হয় খ. বিচারধর্মী হয়

গ. গবেষণধর্মী হয় ঘ. সংশ্লেষণধর্মী হয়

৩। সকল প্রকার বোধিসত্ত্বের সাধনার মূল উদ্দেশ্য কী ?

ক. জ্ঞান অর্জন করা খ. ধ্যান অর্জন করা

গ. শিষ্যত্ব অর্জন করা ঘ. বুদ্ধত্ব অর্জন করা

উত্তরমালা : ১. ক, ২. ক, ৩. ঘ

পাঠ-২.৬ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পার্থক্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পার্থক্যগুলো বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**ত্রিকালদর্শী, পারমীচর্যা, লোকোত্তর, সর্বজ্ঞ জ্ঞান।**

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পার্থক্য :

এই ইউনিটে পূর্ববর্তী পাঠগুলো থেকে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা হয়েছে। এখানে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব যে একই অর্থবোধক নয় তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করা গিয়েছে। এখন বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মাঝে যেরূপ পার্থক্য রয়েছে তা নিচে দেওয়া হলো-

	বুদ্ধ		বোধিসত্ত্ব
১.	বুদ্ধ – সম্যক জ্ঞানে ও গুণে পূর্ণতা বিষয়ক অভিধা বা উপাধি।	১.	বোধিসত্ত্ব – সম্যক জ্ঞান চর্চাকারীর অভিধা বা উপাধি।
২.	দশ পারমীর সাধনা পূর্ণ করেই বুদ্ধত্ব অর্জিত হয়। বুদ্ধগণ সর্ব তৃষ্ণামুক্ত বলে পরিনির্বাণ লাভ করেন।		অনন্ত জন্মের কর্ম প্রচেষ্টায় বোধিসত্ত্বগণের পারমী চর্যা গতিশীল হয়। বোধিসত্ত্ব অবস্থায় কারও পক্ষে নির্বাণ লাভ সম্ভব নয়।
৩.	বুদ্ধগণ ত্রিকালদর্শী। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁরা জ্ঞাত থাকেন।	৩.	বোধিসত্ত্বগণ ত্রিকালদর্শী নয়। তাঁদের বর্তমান জন্মের কর্ম কৃত্য সচেতনভাবে পালনে তাঁরা বেশি তৎপর থাকেন।
৪.	বুদ্ধগণ সর্বজ্ঞ। তাঁরা সকল পার্থিব ও লোকোত্তর বিষয় জানেন। মানুষসহ সকল জীবের ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন।	৪.	বোধিসত্ত্বগণ সর্বজ্ঞ জ্ঞান লাভের চর্চাকারী। জীবের ইহকাল ও পরকাল তাঁদের অজ্ঞাত। এ ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী তাঁদের পক্ষে অসম্ভব।
৫.	বুদ্ধগণ স্থিত চিত্তের অধিকারী। কাম, রাগ, হিংসা, মোহ, নিন্দা, যশ-খ্যাতি, প্রশংসা ইত্যাদির অনেক ঊর্ধ্বে তাঁদের অবস্থান। তাঁরা বিমুক্ত মহাপুরুষ।	৫.	বোধিসত্ত্বগণের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটতে পারে। বুদ্ধদের মতো তাঁরা বিমুক্ত মহাপুরুষ নন। ভবিষ্যতে বুদ্ধ হয়ে উৎপন্ন হওয়াই তাঁদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য।
৬.	বুদ্ধগণ ভবিষ্যত বুদ্ধের আগমন সম্পর্কে আভাস দিতে পারেন।	৬.	বোধিসত্ত্বগণের পক্ষে ভবিষ্যতের বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করা সম্ভব নয়। বুদ্ধত্ব অর্জনের সাধনাই তাঁদের মুখ্য বিষয়।
৭.	বুদ্ধগণ আত্মস্থ ধর্ম দর্শন প্রচার করেন।	৭.	বোধিসত্ত্বগণ নিজে কোনো দর্শন প্রচার করেন না। তাঁরা সর্বদা বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম দর্শনের অনুসারী হন।

সারসংক্ষেপ

'বুদ্ধ' ও 'বোধিসত্ত্ব' একই অর্থবোধক নয়। উভয়ের মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধগণ ত্রিকালদর্শী ও সর্বজ্ঞ। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁরা জ্ঞাত থাকেন। বুদ্ধ হওয়ার জন্য বোধিসত্ত্বকে বিভিন্ন জীব প্রজাতিতে অসংখ্যবার জন্ম নিতে হয়। এভাবে দশ উপপারমী, দশ পারমী ও দশ পরমার্থ পারমী পূর্ণ করে ভবিষ্যতে বুদ্ধ হওয়াই তার সাধনার অন্যতম লক্ষ্য। অন্যদিকে বোধিসত্ত্ব জীবনে এসব গুণাবলি অনুপস্থিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দশ পারমীর প্রত্যেকটি কয়টি পর্যায়ে অনুশীলন করতে হয় ?
ক. দ্বি-পর্যায়ে খ. ত্রি-পর্যায়ে
গ. চতু-পর্যায়ে ঘ. পঞ্চ-পর্যায়ে

২। বুদ্ধের জন্মজন্মান্তরের সাধনার কথা কোথায় বর্ণিত হয়েছে ?
ক. পৌরাণিক সাহিত্যে খ. বাংলা সাহিত্যে
গ. জাতক সাহিত্যে ঘ. সংস্কৃত সাহিত্যে

৩। কে ভবিষ্যত বুদ্ধের আগমন সম্পর্কে আভাস দিতে পারেন ?
ক. বুদ্ধগণ খ. বোধিসত্ত্বগণ
গ. জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ঘ. সাধনাকারিগণ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

বিলাসপুর গ্রামের উপাসক সুমন বড়ুয়া একজন ধার্মিক লোক । তিনি নিয়মিত বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করেন এবং সর্বদা কুশল কর্ম সাধনে রত থাকেন। প্রত্যেহ বিহারে গিয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তিনি ভিক্ষুদের ধর্মদেশনা শুনতেন। একদিন বিহারে এসে তিনি শুনতে পেলেন একজন ধ্যানী ভিক্ষু স্থানীয় গভীর জঙ্গলে গিয়ে ধ্যানস্ত হতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একথা শুনে সুমন বড়ুয়া দ্রুত জঙ্গলে গেলেন। উক্ত ভিক্ষুর ধ্যানে বসার উপযোগী একটি বৃক্ষতলা পরিস্কার করলেন। আসনের ব্যবস্থা করলেন। প্রয়োজনে লোকালয়ে এসে পিণ্ডচরনের পথও তিনি করে দিলেন।

ক. বুদ্ধ কত প্রকার ?
খ. কে বুদ্ধত্ব লাভে অগ্রসর হতে পারেন?
গ. উপাসক সুমন বড়ুয়ার কাজগুলোতে কোন সাধকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত মেলে - আলোচনা করুন।
ঘ. 'উপাসক সুমন বড়ুয়া পারমী পূরণে একজন যোগ্য সাধক' - এ মন্তব্যের সাথে আপনি কী একমত? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

বিলাস বড়ুয়া ও তাঁর স্ত্রী সোমা বড়ুয়া দু'জনেই অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। সংসারী হলেও তাঁরা সবসময় দান, শীল ও ভাবনায় নিবেদিত থাকেন। একসময় তাঁরা উভয়েই অনন্ত জীবনের সাধনায় পরম সম্বোধিজ্ঞান লাভে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেন। সংসার

ত্যাগ করে উভয়ে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করলেন। তাঁরা পৃথকভাবে অবস্থান করে স্ব স্ব সাধনার মাধ্যমে জীবন অতিবাহিত করেন।

ক. পারমী শব্দের অর্থ কী?
খ. কিভাবে অর্হত্বফল লাভ করা যায়?
গ. 'বিলাস বড়ুয়ার অঙ্গীকারবদ্ধ সাধনা' বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত কোন সাধনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ -ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. আপনার পাঠ্যবই অবলম্বনে 'বুদ্ধত্ব লাভের সাধনা' - জগতের কী কল্যাণ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন, যুক্তি সহকারে আলোচনা করুন।

উত্তরমালা : ১. খ, ২. গ, ৩. ক